শিক্ষক ও ক্যারিয়ার

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.), (মধুবাগ শাখা)
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.), (শান্তিবাগ শাখা)
মাদরাসায়ে হুসাইন (রা.), (বাশেরপুল শাখা)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা
খতিব
মধুবাগ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস
আল-জামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুর রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
আপনার সমস্যার সমাধান
ডেমরা, ঢাকা
মোবাইল: ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮

সূচিপত্র

দায়িত্বকে ভালোবাসুন ১৫
দায়িত্বকে যারা ভালোবাসতেন..১৭
ইমাম নববী (রহ.) ১৮
ইমাম তাবারী ১৮
আপনার দায়িত্বে ভালোবাসা সৃষ্টির কিছু উপায়.......................১৯
না, না বলা...২০
চোখের ভাষা বুঝতে পারা...২১
চোখের ভাষা বুঝার কিছু উপায় ২২
দক্ষতা বৃদ্ধি করা..২৩
মন টিকে না...২৪
শিক্ষকদের কিছু কমন ভুল ২৫
নবীন শিক্ষকদের করণীয় ২৬
নিয়ম পরিবর্তন..২৬
চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা..২৭
প্রানবন্ত কাজ করুন..২৮
সময়মত ও পরিমিত আহার করুন.....................................২৯
আদর্শ শিক্ষকের কিছু সোনালি নীতি..................................২৯

পোশাক সচেতনতা ৩১
নিঁখুত ভাবে দায়িত্ব পালন করুন..৩২
প্রশ্ন তৈরি..৩২
প্রতিষ্ঠান যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথী হোন..................৩৩
হিফজুল কুরআন বিভাগে খেদমত করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কারণ..৩৪
ছাত্রের ভুল ধরা..৩৬
কাজে ভুল..৩৭
অধিকাংশ ছাত্র দুর্বল..৩৮
শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান করার প্রবণতা..৪০
শিক্ষকতার পেশায় বিশ্বস্ত হন ৪৩
শিক্ষার্থী দিয়ে শিক্ষার্থী শাসন..৪৫
ছোট খাটো বিষয়ে ছুটি না নেওয়া ৪৫
সফলতার জন্য ইগোকে না বলুন ৪৭
অভিযোগের প্রতিকার..৪৮
সফল শিক্ষকতায় লক্ষণীয় ৪৯
নতুন এসেই আতঙ্কিত করা..৫২
নবাগত শিক্ষকের করণীয়..৫৩
খেদমত ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা ৫৩
আমাদের কঠোরতা ও আকাবীরদের নম্রতা..৫৪
সফল শিক্ষক..৫৫
সহকর্মীদের সাথে করণীয় আচরণ ৫৭
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ঘটনা..৫৮
প্রহার মুক্ত পাঠদান..৫৮
শাস্তি প্রদানের অভিনব সূত্র ৬১
সামরিক প্রশিক্ষণে শাস্তি..৬২
নূরানী বিভাগ ৬৩
নুরানী বিভাগের ২য় স্তর..৬৩

হিফজুল কুরআন বিভাগের ছাত্রদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল ৬৫
মৌলিক সমস্যা ৬৫
ক্লাসে শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ৬৬
ক্লাসে শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ৬৬
মেধার বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের বিন্যাস, সমস্যা ও সমাধান ৬৭
উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীঃ ৬৮
চঞ্চল স্বভাবের শিক্ষার্থী..৬৯
১২০ দিনের সূত্র..৭০
জবাব দিহিতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানে খেদমত করুন ৭১
বিরক্ত হয়ে শিক্ষার্থীকে ধমক না দেওয়া..................................৭২
শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা ৭৪
মুহতামীম সাহেব ভুল সংশোধনের কথা বললে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে। ৭৯
খোলার তারিখ মাদ্রাসায় উপস্থিত হওয়া ৮১
খোলার তারিখে উপস্থিত না হওয়ার পরিনাম...........................৮৩
পরস্পর দলাদলি না করা...৮৪
মাদরাসা পরিবর্তন করা...৮৬
বাচ্চাদেরকে না মারা..৮৭
শিশুদের সাথে করণীয় আচরণ ৯০
মোবাইল ফেসবুক ও ইন্টারনেন্ট ব্যবহার...............................৯৩
মাদরাসায় খানার সমস্যা হলে করনীয়..................................৯৫
উর্ধ্বতন শিক্ষদের মন জয় করার চেষ্টা করা ৯৬
মুহতামীম সম্পর্কে নেক ধারণা। ৯৭
শিশু পড়ানোর জন্য লাগে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ৯৮
সময়ের সদ্ব্যবহার...১০০
অভিজ্ঞতা থেকে..১০২
অভিভাবকদের সাথে সখ্যতা গড়া থেকে বিরত থাকুন ১০৬

শিক্ষকের কাছ থেকে কে কী প্রত্যাশা করে........................১০৮
অভিভাবকক শিক্ষককে যেভাবে দেখতে চায়..........................১১০
পাঠ দান পদ্ধতি ১১১
শিক্ষকতা, পেশা না খেদমত...১১১
দায়িত্ববোধ...১১৩
ছাত্রই আপনার সাফল্য ১১৪
শিক্ষক হিসেবে নবীজীর বৈশিষ্ট ১১৫
ছাত্রকে কিভাবে শিখানো যায়...১১৬
শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুজায়ী পাঠদান ১১৭
শিক্ষার্থীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুজায়ী পাঠদান.....................১১৮
খেদমত চলে গেলে কী করবেন?..১১৯
খেদমত ছোটে যাওয়ার কারণ ১২০
খেদমত চলে গেলে করণীয়..১২১
করণীয়...১২২
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স তৈরী করুন ১২৩
সঞ্চয় কৃত অর্থ বিনিয়োগের চেষ্টা করুন ১২৫

দায়িত্বকে ভালোবাসুন

বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষককে দেখা যায়, যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দায়সারা শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। শিক্ষকতার এই মহান পেশার প্রতি তাদের নেই কোনো ভালোবাসা বা ভালো লাগা। একজন মানুষ যত ক্ষুদ্র কাজই করুক, যদি তিনি তার কাজকে ভালোবেসে করেন, তাহলে উক্ত কাজে দিন দিন তার দক্ষতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

পক্ষান্তরে, কেউ যদি মহান কোনো পেশায় নিয়োজিত থাকেন, আর এই পেশার প্রতি যদি তার কোনো ভলোবাসা না থাকে, তাহলে তার অধঃপতন অবধারিত। একজন মানুষ যদি তার পেশাকে, তার উপর অর্পিত খেদমতকে ভালোবাসেন তাহলে অসামান্য পরিশ্রমও তার কাছে সামান্য মনে হবে।

আমাদের আকাবীরদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ‘ক্বিমাতুয যামান ইনদাল উলামা’ গ্রন্থে এক আকাবীরের ঘঠনা বিবৃত

হয়েছে। একজন আলেমের ছেলে মারা যাওয়ার পরের দিন তিনি ক্লাসে উপস্থিত হলেন। শিক্ষার্থীরা শোকাহত শিক্ষককে ক্লাসে দেখে অবাক হলেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত, এই শোকের দিনে ও আপনি ক্লাসে উপস্থিত হলেন? শিক্ষক উত্তর দিলেন, ছেলেকে হারিয়েছি, তাই বলে কি ইলমের নূর থেকেও বঞ্চিত হব। একজন শিক্ষক তার শিক্ষকতাকে কত বেশি ভালোবাসলে ও শ্রদ্ধা করলে তার সন্তানের মৃত্যু শোক ও তাকে, তার দায়িত্ব থেকে দূরে রাখতে পারে না।

প্রচন্ড রোদে রোজা অবস্থায় আপনি অনেক যুবককে দেখবেন তারা ফুটবল খেলছে। রোজা মুখে প্রচন্ড রোদের তীব্রতায় খেলতে কি তাদের কষ্ট হয় না? অবশ্যই হয়! তাহলে এত কষ্ট স্বীকার করে তারা খেলে কেন? কারণ হলো, খেলাকে তারা ভালোবাসে। তারা আনন্দ পায়।

আপনি-ও যদি শিক্ষার্থীকে পড়িয়ে আনন্দ পান, তাহলে আপনার ও পড়াতে ভালো লাগবে। আপনার কাছে শিক্ষার্থীরা পড়ে লাভবান হবে। শিক্ষার্থীদেরকে পড়িয়ে ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল কাজ করে আপনি আনন্দ পাবেন ও অনুভব করবেন পরম প্রশান্তি। আর যদি আপনি আনন্দ অনুভব করতে না পারেন তাহলে আপনি হবেন চরম হতাশাগ্রস্থ এক ব্যক্তি।

পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টে আছে তারা, যারা নিজ কাজে আনন্দ পান না, যারা লক্ষ্যের বিপরীত ভিন্ন চাকচিক্যের পিছনে ছোটেন। যারা নিজেকে ব্যর্থ মনে করে, অথচ নিজ কাজ মনোযোগ দিয়ে সফলতার জন্য চেষ্টা করেন না। তাই শিক্ষকতা যেহেতু করতেই হবে। মন থেকে মেনে নিয়ে আনন্দ নিয়ে শিক্ষকতা করুন।

শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান করার প্রবণতা

সফল শিক্ষক আর সফল পরিচালক এক নয়, আমাদের অনেকের মধ্যে এ ধারণা আছে আমি যদি একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে আমি সফল হবো। মূলত বর্তমান সময়ে যারা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তারা সফল শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যর্থ হন।

কারণ একজন পরিচালকের থাকে নানামুখী ব্যস্ততা যা তাকে ধীরে ধীরে তাদরীস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমাদের আকাবিররা এক সাথে ভালো পরিচালক ও দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। যা বর্তমান সময়ে খুঁজে পাওয়াটা দুস্কর। তাই যদি আপনি সফল শিক্ষক হতে চান তাহলে পরিচালনায় শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা ?

এ বিষয় আস্থা ভাজন মুরব্বীর সাথে পরামর্শ ও এস্তেখারার কোনো বিকল্প নেই। জীবন ও ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য মুহতামিম বা পরিচালক হওয়া আবশ্যক নয়। অনেক পরিচালক এমন আছেন যারা পরিচালনার পুরো দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যার্থতার যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছেন।

তারা নিজেরাই এমনটা স্বীকার করেছেন। তারা যদি এহতেমামের দায়িত্ব না নিয়ে শুধু তাদরিসের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে তাদের দ্বারা জাতির আরও কিছু সূর্য সন্তান তৈরি হতো।

পক্ষান্তরে এহতেমামের দায়িত্ব গ্রহণের পর বাজারের হিসাব দিতে আর নিতে নিতেই তাদের জীবন শেষ। বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন

করেছেন তবে মুহতামিম ছিলেন না এমন আকাবীরের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এস্তেখারা ও মুরব্বীদের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি যদি প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আমরা কিছু পরামর্শ দিচ্ছি যেগুলো প্রতিষ্ঠান নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে আপনাকে সহযোগিতা করবে।

আপনি বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত আছেন সে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতাকে কোনো ভাবেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বানানো যাবে না। আপনি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছেন।

সামনে আপনার অনেক কাজ অনেক ব্যস্ততা। খামাখা শত্রু বাড়িয়ে নিজের কাজের একাগ্রতাকে নষ্ট করবেন না। আপনি বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানে আছেন সে প্রতিষ্ঠানের থানা বা জেলায় প্রতিষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকুন। আমরা অনেকে যে প্রতিষ্ঠানে খেদমত করি সে প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশেই প্রতিষ্ঠান দেওয়ার স্বপ্ন দেখি।

এ বিষয়ে শয়তান আমাদেরকে কিছু ভুল যুক্তি বুঝিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ভালো না ছাত্রদের জীবন ধ্বংস হচ্ছে ইত্যাদি। যদি সম্ভব হয় আপনি আপনার জেলায় আপনার থানায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার মানুষ কে আলোকিত করুন।

প্রতিষ্ঠান কোথায় চলবে এমন চিন্তা পরিহার করুন। প্রতিষ্ঠান কোথায় দরকার এমন চিন্তা করে কাজ শুরু করুন। বরকত তো আল্লাহ দান করবেন। বর্তমান খেদমতরত প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে প্রতিষ্ঠান দিলে কিছু অতিরিক্ত ঝামেলায় আপনি জড়িয়ে যাবেন যা আপনার কাজের উদ্দমতা ও স্পৃহাকে নষ্ট করে দিবে। আপনি পূর্বের

পরিবর্তন করবেন না। প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ চলে গেলে তার কোনো দোষ নিয়ে আলোচনা করবেন না। পারত পক্ষে কারো সাথে আর্থিক লেনদেনে জড়াবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ঘটনা

প্রহার মুক্ত পাঠদান

একজন শিক্ষক খুব ভালো পড়ান কিন্তু ছাত্ররা তাকে ভয় পান। তার ভালো পাঠদানের গোপনসূত্র হলো বেতের ভয়। এমন শিক্ষককে আমরা সফল শিক্ষক বলবো না। আবার কেউ শিক্ষার্থীদেরকে মোটেই শৃংখলায় রাখতে পারেন না। তিনিও ব্যর্থ। সফল হলেন তিনি যিনি আনন্দদায়ক ভাবে শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারেন।

এ অধ্যায় যদি আপনি বুঝে আমলের উদ্দেশ্যে পড়েন তাহলে আশা করি প্রহার মুক্ত শিক্ষার্থী গঠনে সফল হবেন। বর্তমান সময়ের ব্যর্থ শিক্ষকদের একটি মৌলিক সমস্যা হলো, শিক্ষার্থীকে শারীরিক ও মানসিক প্রহারে বিধি নিষেধ।

শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই আপনি শাস্তি দিবেন। শাস্তি ছাড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব প্রায়। কালের বিবর্তনে শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদানে এসেছে অনেক ভিন্নতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি হিসেবে প্রহার করা একদমই নিষিদ্ধ। শিক্ষক হিসেবে এ কথার বাস্তবতা বুঝতে আপনার যত দেরি হবে আপনি ততই পিছিয়ে পড়বেন।

আপনি যে পেশাতেই থাকেন যদি যুগের চাহিদা বুঝতে ব্যর্থ হন আপনার ব্যর্থতা অনিবার্য। আর যদি আপনি যুগের চাহিদা বুঝতে সক্ষম হন তাহলে যে পেশাতেই থাকেন সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। তাই আপনি স্কুল, মাদরাসা, নুরানী ও হিফজ, কিতাব বিভাগ, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক যে বিভাগের শিক্ষকই হন প্রহার মুক্ত শিক্ষা প্রদানের বদ্ধপরিকর হন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পূর্বের গুরু শিষ্যের সম্পর্কের মত নয়। এখন পৃথিবী অনেকটাই বদলে গেছে। সকল কিছুতেই নতুনত্ব এসে ভীর জমিয়েছে।

মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই শাস্তির প্রবণতা চালু ছিলে। একবিংশ শতাব্দির উন্নতির এ সময়ে মানুষ শাস্তি প্রদানের রেওয়াজ থেকে মুক্তি পায়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সময় অবৈজ্ঞানিক ও শরিয়ত পরিপন্থী শাস্তির প্রচলন ছিল। বর্তমানে ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন হয়েছে।

সফল শিক্ষক হিসেবে আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে অভিভাবক ও বিচারক কর্তৃক শাস্তির জবাব দিহিতা না থাকলেও শিক্ষক কর্তৃক শাস্তির জবাব দিহিতা রয়েছে। কালভেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাস্তিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

- প্রাচীন কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির পদ্ধতি ছিল,
- অভিশাপ দেওয়া।
- কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করা
- চুন কালি মেখে দেওয়া।
- প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া।